বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আমাদের অভিনন্দন

তুলা চাষী ভাইদের জন্য পরামর্শ

■ ভাল দর পাওয়ার লক্ষ্যে ক্ষেত থেকে পরিপক্ক বীজতুলা সংগ্রহ করুন। পরিপক্ক বোল ফাটার ১০-১২ দিন পর বীজতুলা সংগ্রহ করে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে বাজারজাত করুন।

■ অপরিপক্ক বীজতুলা ক্ষেত থেকে উঠাবেন না, কারণ ঃ

বীজতুলার $\frac{২}{৩}$ ভাগই হলো বীজ। অপরিপক্ক বীজতুলার বীজ অপুষ্ট / চিটা হয় বিধায় বীজতুলার ওজন কম হয়। এতে ফলন কমে যায় এবং চাষী ভাইরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন।

অপরিপক্ক ও ভেজা তুলার বাজার দর অত্যন্ত কম হওয়ায় চাষী ভাইরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ ছাড়া এরূপ তুলার সুতা দুর্বল হয় বলে কাপড়ও টেকসই হয় না, যা জাতীয় অপচয়ও বটে।

■ তুলাবীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের এখনই উপযুক্ত সময়। তাই যে জমিতে জাতের মিশ্রণ নেই, সে জমির বীজতুলা জিনিং করে বীজ ২-৩ বার রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে পরে পলিথিন ব্যাগে বা মাটির পাত্রে মুখ বন্ধ করে পরবর্তী বছরের বীজের জন্য সংরক্ষণ করুন।

■ এবারও তুলা উন্নয়ন বোর্ড বীজতুলার দর বৃদ্ধি করেছে। উন্নতমানের বীজের জন্য বীজতুলার দর প্রতি কেজি ৩০.০০ টাকা কেবল মাত্র সিবি-৩ জাতের বীজতুলার দর প্রতি কেজি ২৭.০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

বিস্তারিত জানার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাঠকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড
খামার বাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

ডি এফ পি-৪৬৮-৭/১/৯৯

কৃষি পণ্যের সমবায় বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলুন

❑ একতাই শক্তি। অতএব, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও বাজারজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। এতে বড় বাজারসমূহে পণ্য নেয়া ও বিক্রি সম্ভব হবে এবং আপনার আয় বাড়বে।

❑ জমি থেকে ফসল কাটা বা তোলা এবং মাড়াই-এর সময় যত্নবান হোন। এতে ফসলের উৎপাদনজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।

❑ গ্রামীণ পর্যায়ে ফলমূল ও শাক-সব্জীর স্বাস্থ্যসম্মত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য মজুদ শেষে ব্যবহার বা বিক্রির ব্যবস্থা করুন। এতে আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে।

❑ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন খরচের খাতগুলো চিহ্নিত করুন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করুন। এতে আপনার পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

❑ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বিপণনে ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

❑ উপযুক্ত ও সঠিক উপায়ে কৃষি পণ্য সংরক্ষণ করুন এবং উপযুক্ত সময়ে বিক্রি করে আপনার আয় বৃদ্ধি করুন। এ ব্যাপারে নিকটস্থ শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের গুদামসমূহে কম খরচে শস্য পণ্য সংরক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ নিতে পারেন।

❑ যৌথ উদ্যোগে পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করুন। এতে পরিবহন খরচসহ বিপণন খরচ কমবে এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সহজতর হবে।

❑ প্রয়োজনীয় বাজার তথ্য আপনার কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। আপনার আশেপাশের বাজারে কি দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে তা আগে থেকে জেনে নিন।

❑ কৃষিভিত্তিক দেশে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে কৃষিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন আমাদের সকলের কাম্য।

❑ আসুন, দেশের কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলে কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচনে সচেষ্ট হই।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

ডি এফ পি-৪৬৭-৭/১/৯৯